আজকের কাগজ

86

তারিখ 2 3 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

কোন দেশ কতোটা উন্নত তা নির্নয়ের মাপকাঠি সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। যে দেশ শিক্ষার দিক দিয়ে যতো উন্নত সে দেশ সর্বক্ষেত্রে ততো উন্নত। পৃথিবীর দেশগুলোর উন্নতির পিছনে পিছনে রয়েছে সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষার জন্যেই যে কোনো দেশ বা জাতি উন্নতি করতে পারে। তাই বলা হয় 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' শিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। কারণ দেশের কৃষি, শিল্প, অর্থ, সংস্কৃতি এমন কি সামাজিক রীতিনীতিও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের দিকে তাকালে যায় যে, বাংলাদেশের শিক্ষার হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নিম্নে যা একটি জাতির জন্যে বড়োই দুঃখজনক ব্যাপার। একটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে-আমাদের দেশের চেয়ে ছোটো আরেকটি দেশ শ্রীলংকা, যার আয়তন ৬৫৬০৯ বঃ কিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৭ মিলিয়ন। অধিবাসীদের শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত। এ জন্যেই এ দেশ পৃথিবীর সর্বত্র অবহেলিত। কোনো দেশের উন্নয়নের পিছনে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। আর এই শিক্ষা হতে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে। তাই এখন থেকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি না ঘটালে ভবিষ্যতে আমাদের দেশ আরো অনেক পিছিয়ে পড়বে। তাই এখন থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এক. আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষার পাঁচটি স্তরের মধ্যে প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, স্নাতকোত্তর স্থর ইত্যাদি। উল্লেখিত স্তরগুলোর মধ্যে প্রাথমিক স্তর ছাড়া অন্য স্তরগুলোতে সরকারিভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সফলতা লাভ করে পরবর্তী পর্যায়ে পড়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। অবশ্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ও স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর সরকারিভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে পাস-ফেলের ভয় থাকে ফলে তারা মোটামুটি বেশ কিছু অধ্যয়ন করে থাকে।

দুই. বর্তমানে দেশে অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা চালু আছে। গত কয়েক বছর যাবত এই পরীক্ষা দেশে চালু হয়ে আসছে। বাস্তবিকই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে বাংলার ছাত্রসমাজ কতোটুকু সাফল্য লাভ করেছে তা কারো বুঝার বাকি নেই। যেমন ধরুন একজন প্রথম শ্রেণীর শিশুকে একটি নৈর্ব্যক্তিক (৫০টি প্রশ্ন সম্বলিত) প্রশ্ন দিয়ে বলা হয় যে, প্রশ্নের ক খ গ ঘ যে কোনো একটিকে বেছে নিয়ে তার উপর ঠিক চিহ্ন দাও কিংবা বৃত্ত ভরাট করো। দেখা গেলে যে, ৫০টির মধ্যে ৩০/৩৫টি উত্তর সঠিক হয়েছে। কিন্তু সে কি জেনে ঠিক চিহ্ন দিয়েছে? কখনো না, তাই মনে করতে হবে আনুমানিক চিহ্ন দিলে অনেক সময় ৫০টির মধ্যে, ৩০/৩৫টির উত্তর সঠিক হয়ে যায়। এই ধরনের পরীক্ষায় লেখার কোনো সুযোগ নেই বিধায় শব্দের বানান ভুল এবং অন্যান্য ভুল ত্রুটি যাচাই করার কোনো সুযোগ থাকে না। এ ধরনের পরীক্ষা এদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কখনো মঙ্গলজনক নয়।

এ স্থলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ৪টি প্রশ্নের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই না করে শুধুমাত্র সঠিক উত্তরটি

উত্তরপত্রে লেখার জন্যে দিলে ছাত্রসমাজ সঠিক উত্তরটি বানানসহ শিখবে এবং পরীক্ষার উত্তরপত্রে লিখবে [illegible]

অতএব গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমার তথা সমগ্র জাতির একান্ত অনুরোধ আপনি অনুগ্রহপূর্বক উপরে উল্লেখিত কথাগুলো বিবেচনা করে প্রাথমিক স্তরে ৫ম শ্রেণী এবং নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষা সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক স্তরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ৪টি প্রশ্নের পরিবর্তে শুধুমাত্র একটি প্রশ্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করুন। আশা করি এই অনুরোধ সংবাদপত্রের পাতায় না থেকে বাস্তবে রূপ নেবে।

সুজন বন্ধু শীল
সৈয়দবাড়ি, রাংগুনিয়া
চট্টগ্রাম-৪৩৬০।